প্রশ্নঃ বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা কর।

ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষারই একটি দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। বাংলা ভাষা ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অন্যতম প্রধান ভাষা এবং বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্যভাষা। প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম কোনো একদিনে হয়নি; বরং বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং অবহট্টের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। নিম্নে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাতে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধানত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির সাহায্যে মোট বারোটি ভাষাবংশে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য। এই বারোটি ভাষাবংশের মধ্যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাভাংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ভাষাবংশ থেকে আধুনিক ভাষাগুলো পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বিশেষত ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রচলিত আছে। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারই নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই ভাষাবংশ থেকে জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বংশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা। আর আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, বাংলা প্রভৃতি ভাষা সাহিত্য সৃষ্টিতে এত বেশি সমৃদ্ধ যে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে পরিচিতি লাভ করেছেন। অর্থাৎ এই ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশেরই একটি উল্লেখযোগ্য ভাষা হলো বাংলা ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের আদি বাসস্থান দক্ষিণ রাশিয়ার উড়াল পর্বতের পাদদেশ থেকে আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্তারের পর তাদের ভাষা ক্রমশ আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধি ঘটে এবং দশটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়। এগুলি হল-

১) ইন্দো-ইরানীয়
২) বাল্তো - স্লাবিক
৩) আলবানীয়
৪) আর্মেনীয়
৫) গ্রীক
৬) ইতালিক
৭) জার্মানিক

৮) কেলতিক

৯) তোখারীয়

১০) হিত্তীয়

এই শাখাগুলির মধ্যে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের আর্য নামে অভিহিত করত বলে অনেকে শুধু ইন্দো- ইরানীয় শাখাটিকে আর্য শাখা বলে থাকেন। ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটা হল ইরানীয় শাখা, অন্যটি ভারতীয় আর্য। ইরানীয় শাখাটি ইরান পারস্য চলে যায়, যার প্রাচীনতম নিদর্শন 'আবেস্তা'। আর ভারতীয় শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এই দিন থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসের সূচনা এবং আজ পর্যন্ত এই আর্য ভাষা নানা পরিবর্তন এর মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করেছে।

ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ ছিল- সাহিত্যিক (বৈদিক ভাষা বা ছান্দস ভাষা) ও কথ্য। কথ্য রূপটির চারটি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল- প্রাচী, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তন লাভ করে যখন প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল তখন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ সূচিত হল। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে তার চারটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্য রূপগুলি থেকে বিভিন্ন কথ্য উপভাষার জন্ম দেয়, যার মধ্যে প্রাচ্য থেকে জন্ম দেয় প্রাচ্যা ও প্রাচ্য-মধ্যা। প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যখন পদার্পণ করল তখন মূলত এই চার রকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচ রকমের সাহিত্যিক প্রাকৃত জন্ম দেয়। এর মধ্যে আমাদের উল্লেখ্য প্রাচ্যা থেকে জন্ম দেয় মাগধী প্রাকৃত। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃত ভিত্তিস্থানীয় তাদের কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হলো এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পেলাম অবহট্‌ঠ। যার ফলে দেখা যায় মাগধী প্রাকৃত থেকে জন্ম নিল মাগধী অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ। অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ পর ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করল (৯০০ খ্রী:)। তখন এক একটি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম লাভ করল। মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ মূলত দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়- পশ্চিমা ও পূর্বী। এই পূর্বী শাখা থেকে দুটি ভাষাবংশের জন্ম নেয়- বঙ্গ-অসমীয়া ও ওড়িয়া। এই বঙ্গ-অসমীয়া থেকে পরবর্তীতে বিবর্তিত হয়ে বাংলা ও অসমীয়া ভাষার জন্ম হয় (আনুমানিক ৯০০ খ্রী:)।

এই বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো -

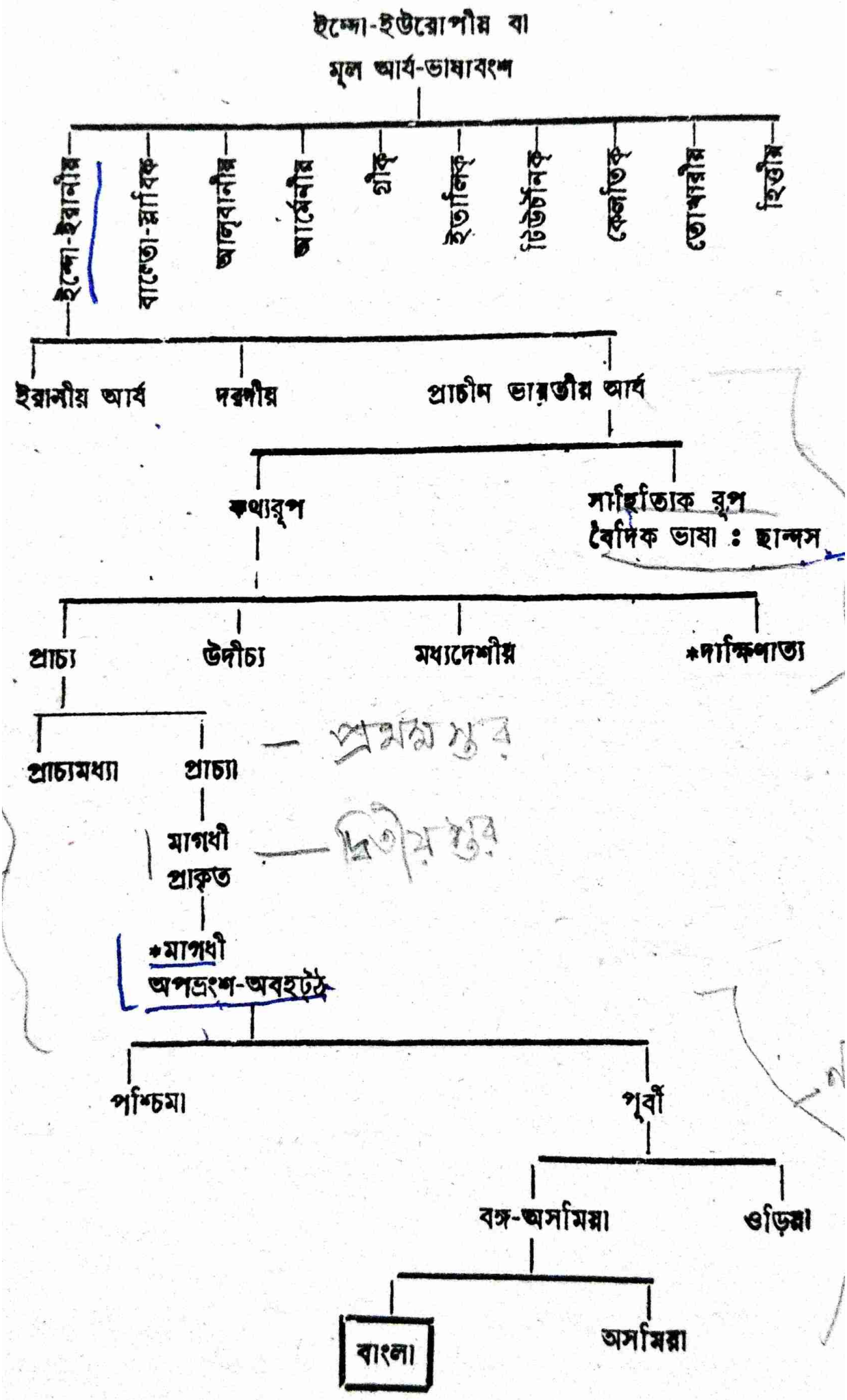

চিত্র নং ৫৫ঃ বাংলা ভাষার জন্ম-উৎস